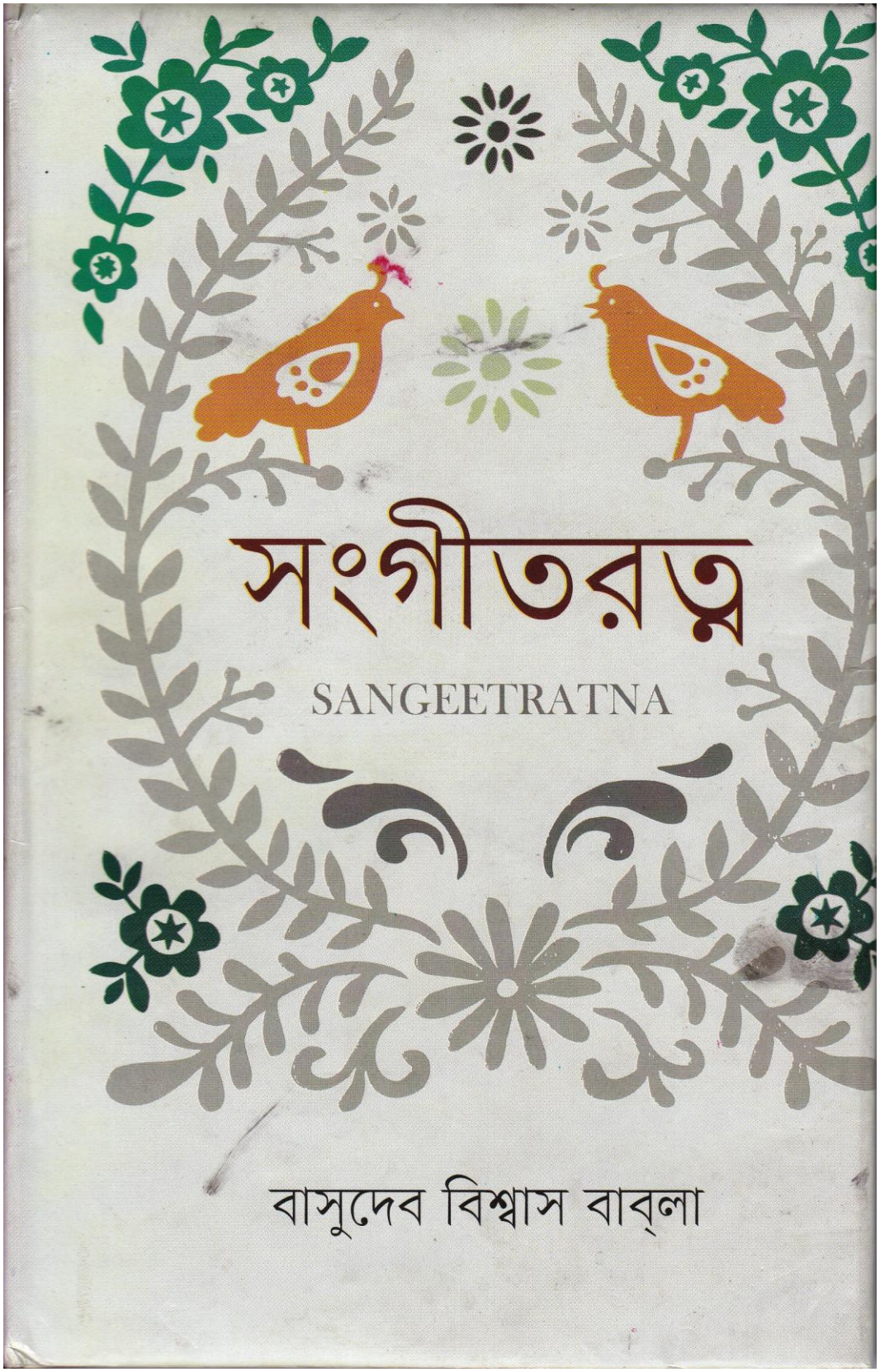

সংগীতরত্ন

SANGEETRATNA

বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা

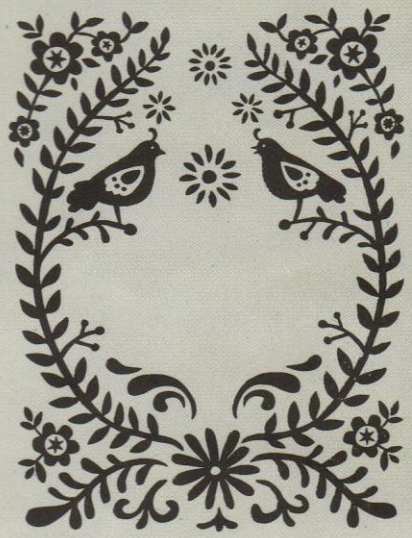

'সংগীতরত্ন' একটি অনুসন্ধানমূলক বই। আমাদের সম্পদের অনেক কিছুই অযত্নে বা অবহেলায় হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাবার বেদনা কিছুকাল হয়তোবা বেদনাহত করে, তারপর আস্তে আস্তে তা স্মৃতির অতলে মিলিয়ে যায়। যখন, সেসবের প্রয়োজন অনুভূত হয় তখন স্মৃতি খুঁজে যা পাওয়া যায় তা নিতান্ত দ্যুতিহীন।

কে বলতে পারে ভবিষ্যতে কারো কাছে এই রত্নগুলোই অমূল্য হয়ে উঠবে না? কারণ এগুলোইযে আমাদের সংগীত এবং সংস্কৃতির অহংকার।

এমনি ২৬ জন রত্নরূপ গুণীজন সম্পর্কে এটি একেবারই ব্যক্তিগত অনুসন্ধান প্রতিবেদন। রত্ন যদি হারিয়ে না যায় তাহলে কেউ তা ব্যবহার করল কি করলনা তাতে তার জৌলুস বা মূল্যের কি এসে যায় ?

সংগীতরত্ন

সংগীতরত্ন

বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা

তাম্রলিপি

সংগীতরত্ন
বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৪

তাম্রলিপি : ২৭১

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

কম্পোজ
মেঘনা কম্পিউটার্স
৩৮ বাংলাবাজার , ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২০০.০০

SANGEETRATNA
By : Basudave Biswas Babla
Firs: Published : December 2014, by A K M Tariqul Islam Roni
Direc:or : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : 200.00

ISBN-984-70096-0271-9

উৎসর্গ

কাজটি করতে গিয়ে
যাদের নানা দিক থেকে
চরমভাবে বঞ্চিত করেছি সেই

সহধর্মিণী দিপ্তী বিশ্বাস,
স্নেহধন্য ধ্রুবদ্যুতি বিশ্বাস ও
শ্রেয়সী বিশ্বাস টুইকে।

ভূমিকা

ছেলেবেলার কথা কার না মনে পড়ে। আর তা থেকে স্মৃতিকাতর হয় না এমন ব্যক্তি আছে কি না, জানা নেই। আমাদের দেখা প্রকৃতি, নিদর্শন এমনকি সুসন্তান স্মৃতির পাতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এর অনেক কিছুই আছে, যা আমাদের গর্বের, অহংকারের, অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। কেবল আমাদের কেন বলছি, সমগ্র বিশ্বেরও।

আমাদের কেবল কষ্টটাই অসীম। এক সময়ের দেখা, জানা কত কিছুই আর নেই। শুধু নেই, তাই কেবল নয়, সে সব যে ছিল, তাও কেউ জানে না। তার অর্থ ইতিহাসের পাতার সংখ্যা কিছু কম হবে। এসব সুরক্ষা বা সংরক্ষণের আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি না জানি না, জানার ইচ্ছাও হয় না। কারণ নিজের দায় থেকে যে দায়মুক্ত হতে পারিনি, সেটা ভালোভাবেই জানি। যা করি তা খাঁচায় বদ্ধ পাখির মতো দাপাদাপি। কষ্ট কেবল সীমাবদ্ধ গণ্ডিটা।

সীমিত গণ্ডির মধ্যে এ কাজটি একটি প্রচেষ্টা মাত্র। এখানে দক্ষিণ অঞ্চলের সংস্কৃতিচর্চার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রয়াত সংগীত, তবলা ও নৃত্যগুণীদের জানার জন্য ন্যূনতম তথ্যটুকু সন্নিবেশিত হয়েছে। বৃহৎ আকারে কেউ কোনো কাজ শুরু করতে চাইলে যাতে অকূল পাথারে না পড়তে হয়।

সর্বমোট ছাব্বিশজন সংগীতগুণীকে নিয়ে কাজটি। এর মধ্যে চৌদ্দজন শাস্ত্রীয়, সাতজন লোকসংগীত, দুইজন তবলা ও তিনজন নৃত্যগুরু। তাঁদের প্রত্যেকে স্থানীয়, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগীতচর্চায় প্রভাব বিস্তার, ভূমিকা বা অবদান রেখে গেছেন। কাউকে বেশি বা কম প্রাধান্যের কথা মোটেও ভাবা হয়নি। কেবলমাত্র জন্মতারিখের ক্রমানুসারে শাস্ত্রীয়সংগীত, লোকসংগীত, তবলিয়া ও নৃত্যগুরু এভাবে সাজানো হয়েছে।

কাজটিতে অসংখ্য মানুষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা রয়েছে। তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁরা তথ্য দিয়েছেন তাঁদের কাছে ঋণ অপ্রতিশোধ্য। যাঁদের উৎসাহে কাজটি পরিণতি পেয়েছে তাঁদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। যাঁদের কথা না বলা হলে অপরাধবোধ থেকেই যাবে তাঁরা হলেন সুহৃদ বিভূতিভূষণ মণ্ডল ও সাবিত্রী গাইন। তাঁদের অক্ষর বিন্যাসে পাণ্ডুলিপিটি ঋদ্ধ হয়েছে।

আসলে সকল সফলতা এই সব মানুষেরই।

বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা

সূচি

সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার	১৯১৬-১৯৯০	১১
যূথিকা রায়	১৯২০-২০১৪	১৪
কালিদাস দত্ত	১৯২০-১৯৭৪	১৮
বিনয় রায়	১৯২৪-১৯৯৯	২১
শাম্‌ছ-উদ্দীন আহম্মেদ	১৯২৮-১৯৯৬	২৬
সাধন সরকার	১৯৩০-১৯৯২	৩১
নির্মল রাহা	১৯৩৩-২০১২	৩৭
মনীন্দ্র দেবনাথ	১৩৩৪-২০০১	৩৯
গীতা দাস (পুতুল দিদিমণি)	১৯৩৪-১৯৯৯	৪১
অপূর্ব রাহা (নিমাই)	১৯৩৬-১৯৮৮	৪৪
রণজিৎ দেবনাথ	১৯৩৬-১৯৮৮	৪৭
হাশমত আলী চৌধুরী	১৯৩৭-২০০২	৫১
নাসিরউদ্দিন হায়দার	১৯৩৮-২০০১	৫৫
আবিদ শাহ্‌রিয়ার বাপী	১৯৮৬-২০১১	৬২
তোরাফ আলী খাঁ	১৯০২-১৯৬৫	৬৭
শেখ আমিনউদ্দিন	১৯০৬-১৯৭৬	৭০
শরৎ মণ্ডল	১৯১১-২০০৫	৭৩
মনোরঞ্জন সরকার	১৯২২-২০১২	৭৬
নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস	১৯৩২-২০১৩	৮৩
উপানন্দ মল্লিক	১৯৩৬-২০০৪	৮৬
ওয়ালিউর রহমান	১৯৫৭-২০১৩	৮৯
মোহাম্মদ সা'দ তকি	১৯২৬-১৯৯৪	৯২
গৌরীশংকর ঘোষ	১৯৩৭-২০০৮	৯৫
রাশেদউদ্দিন তালুকদার	১৯৪২-২০০৪	৯৮
নাজমা বেগম	১৯৫০-২০১৩	১০৩
মো: শরিফুল ইসলাম	১৯৫৯-২০০৮	১০৬
তথ্যফরম		১০৯
তথ্যসূত্র		১১০.

সাধন সরকার

ভণিতা

ছাত্র হিসেবে তাঁর প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম। শিল্পী বিশেষণটি তাকেই মানায়, যিনি তাঁর নিত্যনতুন সৃষ্টি দিয়ে মানুষকে আবেগ-আপ্লুত করতে পারেন। সে অর্থে সাধন সরকার কেবলমাত্র শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ওস্তাদীশিল্পী। আর সংগীত-এর ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে শ্রদ্ধা ভরে তাঁর নামের পূর্বে সংগীতাচার্য বিশেষণটি বলতে বলতে ও লিখতে লিখতে তিনি সংগীতাচার্য সাধন সরকার হয়েছেন। পাখির একটি পালক দেখে পাখিটিকে হয়তো চেনা যায় না, তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 'এটি একটি পাখির পালক'।

'বিনয় কুমার দে সরকার' পিতৃপ্রদত্ত এ নামটি পরিবর্তিত হয়ে কীভাবে 'সংগীতাচার্য সাধন সরকার' এই নাম ধারণ করল তা তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা।

আজীবন সংগ্রামী এই শিল্পী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিলে তিলে গড়েছেন তাঁর নির্মোহ ব্যক্তিজীবন ও সুদৃঢ় শিল্পীসত্তাকে। বিনয়বতার, উদার, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এ ব্যক্তি নিরহংকারী হলেও অহংকার আমাদের। নিবেদিত এ সংগীতানুরাগী তাঁর সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন মানুষের জন্য। যেদিন থেকে তিনি শিল্পী, সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সুরেলা, বজ্রকঠিন কণ্ঠ অত্যাচার, অবিচার, পরাধীনতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবিরাম ধ্বনিত হয়েছে।

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি নিতান্ত বৈরী পরিবেশে, একাগ্রচিত্তে নিরলস সাধনার মাধ্যমে সুরকে কণ্ঠে বশ মানিয়েছিলেন। তাই বোধ করি তিনি সুদক্ষ ক্রীড়াবিদের মতোই সুর নিয়ে সুরকেলি করতেন যত্রতত্র। সুরের এই সুদক্ষ কারিগর প্রায় দেড় হাজার গানের সুর নির্মাণের মধ্য দিয়ে আপন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। 'রাগ ভাটিয়াল' তাঁর মৌলিক সৃষ্টির আর এক অনন্য নিদর্শন।

সুরকার সাধন সরকারের সুর নির্মাণে লুক্কায়িত আছে এক বিস্ময়কর কৌশল। চমৎকার সুরের সাবলীল গানগুলো শুনে মনেই হয় না যে, এর মধ্যে কত সব অসাধারণ দক্ষতা অতি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ যেন এক বিদ্যুৎ চমক। শব্দগুলো ভাঙার কৌশল অত্যাধুনিক, অভিনব এবং মামুলি, যা খুব সহজেই

হৃদয়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। তাঁর সুর করা গানগুলো নাড়াচাড়া করলে বোঝা যায় যে, অনেক কঠিন কঠিন তালকে কত সাবলীল ছন্দময় গতিতে তিনি সুরের বাঁধনে অবলীলায় বেঁধে দিয়েছেন। কখনও বাঁশিতে, কখনও গিটার অথবা সেতার আবার কখনও ভাঙাচোরা হারমোনিয়ামটাকে টেনে নিয়ে গুনগুন করে বের করতেন অসাধারণ একখানি সুর। সে সুরের পরশে যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দগুলো পালিশ করা মসৃণ মনে হতো। গানের কথা ও সুরের মাখামাখি এত নিবিড় যেন মনে হয় 'রমণরত যুগল মূর্তি'। সে সুরের বৈশিষ্ট্যই হলো আলাদা। শত শত গান ছাপিয়ে তা যেন ভেসে থাকেই।

শুধু সুরেই নয়, সাহিত্যেও তাঁর পদচারণ ছিল অনুরূপ। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধে তাঁর নিদর্শন মেলে।

ব্যক্তি সাধন সরকার চরম বাস্তববাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। সুর সম্পর্কে তাঁর চিন্তা আধ্যাত্মিক না হলেও অপার্থিব ছিল। অনাস্থার সাথে কোনো কিছু কখনও বিশ্বাস করতেন না। যা কিছু তিনি বিশ্বাস করতেন তা আস্থার সাথেই করতেন।

'সুরের যাদুশক্তি', 'সুরের সম্মোহনী শক্তি' এবং সুরলোকের অনাবিল আনন্দ 'অপার্থিব শক্তি' এ তিন শক্তি নিয়ে খেলা করার মতো সুরকে বশ মানিয়ে ছিলেন সাধক সাধন সরকার। এ তিনটি বিষয় তিনি আস্থার সাথে বিশ্বাস করতেন। প্রকৃত একজন গুরুর সান্নিধ্যে একটু নিয়মতান্ত্রিক ও নিষ্ঠার সাথে সঠিকভাবে অনুশীলন করা গেলে তিনটি বিষয়কেই আয়ত্ত করা সম্ভব।

সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকারের শেষ কটি বছর কেমন কেটেছে, কিভাবে কেটেছে– না এভাবে নয়। ছোট্ট একটা মামুলি অনুগল্প দিয়ে শেষ করি। ধরে নিই এটির নাম–

বৃক্ষটির অপমৃত্যু

ছোট্ট একটি গাছের চারা। অনাদরে–অবহেলায় বিশাল মহীরুহ ধারণ করল। পাখিরা তার ফল খেয়ে তৃপ্ত হয়। মানুষ তার শীতল ছায়ায় তৃপ্ত হয়ে স্মৃতি নিয়ে মত্ত হয়। পশুরা তার গায়ে গা ঘষে চুলকানি নিবৃত্ত করে। গাছটি তৃপ্ত। বিধাতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার সৃষ্টির সেবা করতে পারছে ভেবে। হঠাৎ বৃক্ষটিতে বজ্রাঘাত হলো। দ্রুত সে তার জীবনীশক্তি হারাতে লাগল। তখনই সে খেয়াল করল তার শেকড় ততটা গভীরে প্রবেশ করেনি, যতটা গভীরে গেলে নিজেই তার জীবনী শক্তি টেনে নিতে পারে। সে নিজেই অনুভব করতে লাগল তার ফল ঝরে যাচ্ছে, পাতা পড়ে যাচ্ছে। অত:পর বৃক্ষটির মৃত্যু হলো। চালাকেরা প্রয়োজন অনুসারে তা কেটে-কুটে ব্যবহার করল। এখনও গাছটির স্মৃতি নিয়ে কেউ কেউ মত্ত হয়।

ব্যক্তিজীবন

নাম : বিনয় কুমার দে সরকার > সাধন সরকার > সংগীতাচার্য সাধন সরকার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান।

পিতার নাম : কেশবচন্দ্র দে সরকার।

মাতার নাম : সুখদাসুন্দরী দেবী

জন্মস্থান : আদিনিবাস মানিকগঞ্জের দাশোরা গ্রামে।

বর্তমান ঠিকানা : মির্জাপুর, ইউসুফ রো, খুলনা-৯১০০।

জন্মতারিখ : জন্ম বাংলা ১৩৩৬ সনে ২৮ পৌষ। ইংরেজি ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি।

মৃত্যুতারিখ : ১৫ জুন ১৯৯২।

বৈবাহিক জীবন : বিবাহিত। সহধর্মিণী শ্রীমতি মাধুরী দেবী।

সন্তান : তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলে সত্যজিৎ দে সরকার, মেজো ছেলে বিশ্বজিৎ দে সরকার, ছোট ছেলে সন্‌জিৎ দে সরকার, কনিষ্ঠা সুতপা দে সরকার।

শিক্ষাজীবন

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা : খুলনার বি. কে. ইউনিয়ন ইনিস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাস।

সাংস্কৃতিক শিক্ষা : ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে, মায়ের সঙ্গে ধর্মীয় উপাসনা সংগীত করতে করতে এবং খোল বাজাতে বাজাতে গানের জগতে।

প্রথাগতভাবে সংগীতে স র গ ম শুরু ওস্তাদ শামছ-উদ্দীন আহম্মেদের কাছে। কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বাঁশি, তারপর আবার ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ওস্তাদ মুন্সি রইসউদ্দীন-এর কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে সংগীতজ্ঞ কালিদাস দত্ত তাঁর সংগীতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে থাকেন। এ ছাড়া বি. এল. কলেজের সুকুমার মিত্র ও ওস্তাদ শাহজাহানের কাছেও তিনি তালিম নিয়েছেন।

ওস্তাদপরিচিতি : ওস্তাদ শামছ-উদ্দীন আহম্মেদ, ওস্তাদ কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁশি), ওস্তাদ মুন্সি রইসউদ্দীন, সংগীতজ্ঞ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, ওস্তাদ শাহজাহান।

বিশেষ পারদর্শিতা : গীতিকার, সুরকার, ছড়াকার, কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, নাট্যকার, সংগীতপরিচালক।

কর্মজীবন

জীবিকানির্বাহ : মায়ের কষ্ট লাঘবে ম্যাট্রিক পাস করেই চাকরি নেন খুলনা রেজিস্ট্রি অফিসে। মূলত সংগীতকে অবলম্বন করেই তিনি জীবন নির্বাহ করেছেন।

সংস্কৃতির যে সকল অঙ্গনে পদচারণ ছিল :

সংস্কৃতির প্রায় সকল অঙ্গনে তিনি সফলভাবে বিরাজিত ছিলেন। বাঁশি ছাড়াও তবলা, সেতার, এস্রাজ ও গিটার বাজাতে পারতেন।

জাতীয় প্রচারমাধ্যম : খুলনা বেতারে তিনি উচ্চাঙ্গসংগীত (খেয়াল) এবং রবীন্দ্রসংগীতের 'ক' (স্পেশাল) গ্রেডের তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন।

সাংস্কৃতিক সংগঠন : শিল্পীসংসদ, নয়া সাংস্কৃতিক সংসদ, পারাবত সাংস্কৃতিক সংস্থা, সন্দীপন, খুলনা জেলা শিল্পী সংস্থা, গণশিল্পী সংস্থা, জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ, চারণিক শিল্পী গোষ্ঠী, দৌলতপুর সুরবিতান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানে অবদান : স্কুল অব মিউজিক, খুলনা জেলা শিল্পকলায় তিনি শিক্ষক হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দয়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যক্তিগত অবদান : খুলনায় সংগীতচর্চার সূচনা ও ক্রম বিকাশে সাধন সরকারের অসামান্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সৃষ্টিশীল কাজ

গান : তাঁর নিজের লেখা গানের সংখ্যা খুব বেশি না। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায় (ঠুমরী), চুপ্ না, না, না, না, (শিশুতোষ)।

তাঁর সুর করা গানের সংখ্যা প্রায় ১৫০০। যে সকল গীতিকারের গান তিনি সুর করেছেন তার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য কাজী নজরুল ইসলাম, আব্দুল হাই আল হাদী, সুকুমার রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রওশন ইয়াজদানী, অচিন্ত্যকুমার ভৌমিক, সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত, ফিরোজা বেগম, এম, এ, রমজান, উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী হাজরা, মির্জা শরফুল হোসেন, মোতাহার হোসেন, টুটুল চৌধুরী, নগেন দাস, মুহম্মদ রেজাউল করিম, আবুবকর সিদ্দিক, নাজিম মাহমুদ, ভুসুকু পাদানাম।

নাটক : ভাঙ্গা চশমা।

গল্প : সাধন সরকারের সৃষ্টি ছোটগল্প 'যোগফল', 'একটি প্রত্যয়ের জন্ম', 'একটি সুর ও আমরা'।

কবিতা : সেই আমার প্রেম, আমি আসবো, অনুভব, স্বপ্নই থাক, আট – ই ফাল্গুন, বড়দের ছড়া, বাংলা ভাষা যে কাঁদে, বসন্তে, ২১শে প্রণাম, চলো, একটি কথার জন্য, স্বাধীন স্বদেশ।

রাগ : রাগ– ভাটিয়াল।

তাল : তাল – এক্-ত্রিতাল।

অন্যান্য : বাংলা খেয়াল ও স্বরলিপি লিখন পদ্ধতি– 'আকারকর্ড'।

তাঁকে নিয়ে লেখা

তাঁকে নিয়ে যে সকল লেখক প্রবন্ধ লিখেছেন তার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য 'ওস্তাদ শিল্পী সাধন সরকার বিরহবিন্দুর একটি নৈবেদ্য'– বাসুদেব বিশ্বাস বাব্লা, 'গণসংগীতের রূপকার সাধন সরকারের স্মৃতিচিত্র'– আবুবকর সিদ্দিক, 'অন্য শিল্পী, অন্য মানুষ : সাধন সরকার'– নাজিম মাহমুদ, 'সাধন সরকার– হাসান আজিজুল হক, শিল্পী সংগ্রামী সাধন সরকার'–

কামাল লোহানী, 'একজন সাধন সরকার'– অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক, 'আমার দেখা সাধন সরকার'– গৌরীশংকর ঘোষ, 'সুরস্রষ্টা সাধন সরকার'– কালিপদ দাস, 'সুরশিল্পী সাধন সরকার'– অধ্যাপক ইজাজ হোসেন, 'ফিরিয়ে আনতে পারিনি'– মুহম্মদ আজিজ হাসান, 'শুদ্ধ সঙ্গীতের তরী বেয়ে চলেছেন সাধন সরকার'– শুভময় রায়, 'সুরের আকাশে তুমি যে গো ধ্রুবতারা'– স, ম, গোলাম মোস্তফা, 'অম্লান সাধন দা'– সৈয়দ মনোয়ার আলী, 'সাধন সরকারের জীবনস্বপ্ন'– মাহমুদ আলম খান, 'জনগণের শিল্পী সাধন সরকার'– কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, 'আমি অবাক হয়ে শুনি'– অসিতবরণ ঘোষ, 'সাধন সরকার : স্মৃতি এবং কর্ম'– ফিরোজ আহমেদ, 'সাধন সরকার : নির্মোহ সংগ্রামী শিল্পীজীবন'– মিনা মিজানুর রহমান, 'আমার সঙ্গীতশিক্ষক সাধন সরকার'– ফারহানা ইয়াসমিন লিজা, 'আমার বাবা সাধন সরকার'– সুতপা দে সরকার, 'স্মৃতিচিত্রে সাধন সরকার'– মো: নূরুল হক লাবলু।

সাধন সরকারের সুর করা ও নাজিম মাহমুদের লেখা বেশ কিছু গান 'চেতনার সৈকতে' গ্রন্থে স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হয়েছে।

স্কুল অব মিউজিক থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় তাঁর অনেক কাজ প্রকাশিত হয়েছে।

সাধন সরকারের সমগ্র জীবন ও কর্ম নিয়ে বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লার প্রায় ৩০০ পাতার একটি গবেষণা কর্ম প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

স্মরণিকা/প্রকাশনা

সংগীতাচার্য সাধন সরকার স্মরণে প্রকাশিত পুস্তিকা 'সংগীতাচার্য সাধন সরকার– চারণিক শিল্পী গোষ্ঠী'। 'সংগীতাচার্য সাধন সরকার স্মারক গ্রন্থ ১, সম্পাদনা : সাজ্জাদুর রহিম পান্থ, প্রকাশনে প্রতিনিধি' ও 'সংগীতাচার্য সাধন সরকার স্মারক গ্রন্থ ২, সম্পাদনা : সাজ্জাদুর রহিম পান্থ, প্রকাশনে প্রতিনিধি '

সাক্ষাৎকার 'সুরে ও ছন্দে বাজে রণ–দামামা' সাক্ষাৎকার : মুক্‌তি মজুমদার। 'সাধন সরকার : বাংলাদেশের সংগীত জগতে একটি ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব' দিগন্তবলয় (ভারতীয় পত্রিকা), শারদ সংকলন ১৩৮৯ ॥ ১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত, সাক্ষাৎকার : দিগন্তবলয় প্রতিবেদক। 'খুলনার প্রয়াত ওস্তাদ সাধন সরকার' উপস্থাপক আনোয়ার কবির। 'সাধন সরকারের শেষ আলাপচারিতা' সাজ্জাদুর রহিম পান্থ। 'মুখোমুখি, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ১২ নভেম্বর ১৯৮৭, আলোর ভুবন প্রতিনিধি। `SHADHAN SARKER' A celebra:ed Ar:is: Special corresponden: (The Daily Tribune-14 May, 1989).

গুণীজনসান্নিধ্য

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতগুণী শৈলজারঞ্জন মজুমদার, ওস্তাদ নাজাকাত আলি ও সালামত আলি, সংগীতজ্ঞ পূর্ণচন্দ্র দালাল, নির্মল রাহা, সীতানাথ শীল প্রমুখ।

বিদেশভ্রমণ

ভারত।

প্রাপ্তিযোগ

উপাধি : ওস্তাদ সাধন সরকার নানামুখী সাংস্কৃতিক প্রতিভার স্বীকৃতি সরূপ চারণিক শিল্পী গোষ্ঠী কর্তৃক 'সংগীতাচার্য' উপাধি প্রাপ্ত হন।

পুরস্কার : ১৯৫৪-৫৫ সালে ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালে দ্বিতীয় স্থান গ্রাপ্তিতে তিনি গোল্ড মেডেল পুরস্কার লাভ করেন।

সম্মাননা : খুলনা পৌরসভার শতবর্ষ পূর্তিতে সাধন সরকারকে সম্মাননা ও পদক প্রদান করা হয়।

২০০৯ সালে খুলনা সিটি কর্পোরেশন সাধন সরকারকে সম্মাননা ও মেয়র পদক প্রদান করে।

সুজলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী তাঁকে সম্মাননা ও পদক প্রদান করে।

ওস্তাদ সাধন সরকারকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনা-এর একুশে পদক-১০ প্রদান করা হয়।

চারণিক শিল্পী গোষ্ঠী তাঁকে সম্মাননা ও পদক প্রদান করে।

সংবর্ধনা : সাতের দশকের গোড়ার দিক স্কুল অব মিউজিক সম্ভবত সর্বপ্রথম সাধন সরকারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

১৭ নভেম্বর ১৯৮৬ সালে 'কবিতালাপ' তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

১৯৮৬ সালে জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ খুলনা তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।

সাধন সরকারের বংশ–পরিচয়

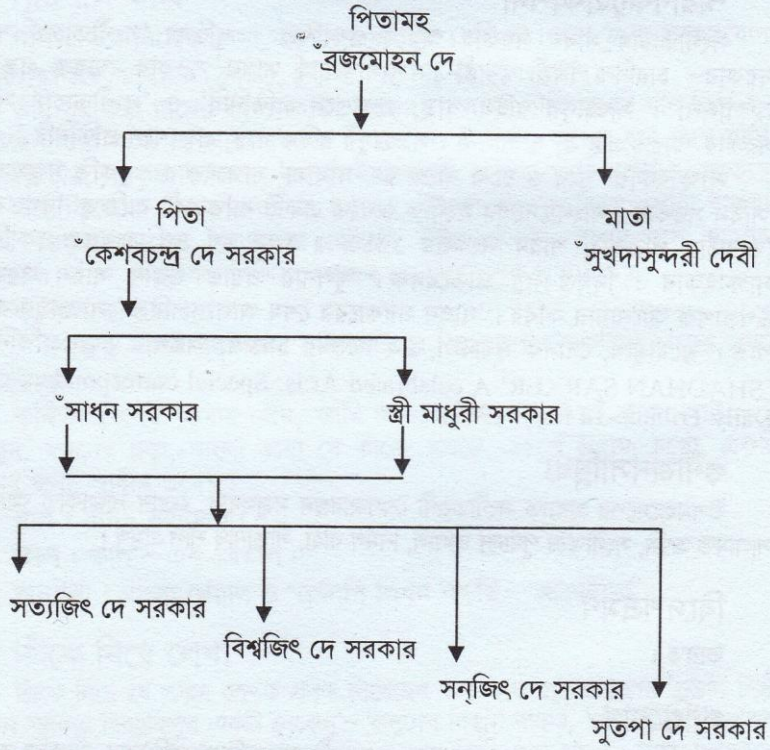

তথ্যদাতা : সুতপা দে সরকার ।

বাসুদেব বিশ্বাস বাব্‌লা। জন্ম ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ পশ্চিম টুটপাড়া খুলনা। পিতা মৃত তুলসিরাম বিশ্বাস, মাতা কমলাবালা বিশ্বাস। তিনি ১৯৭৮ সালে রূপসা বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, খুলনা থেকে মাধ্যমিক, ১৯৮১ সালে সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ১৯৯৫ সালে বিএল কলেজ থেকে বি এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সংগীতে সৃজনশীল কাজের জন্য ১৯৯৮ সালে 'জিনিয়াস' উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং সংগীতে অনন্য অবদানের জন্য 'বিশ্ববাংলা ফাউন্ডেশন সম্মাননা' লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী এবং একাধারে একজন কবি, নাট্যকার, গল্পকার, গীতিকার, প্রবন্ধকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, চিত্রপরিচালক। সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা, রাগ সৃষ্টি, তাল সৃষ্টি, ইত্যাদি কাজেও নিবেদিত। শিল্পী হিসেবে একাধিকবার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং পটগান পরিবেশনের জন্য টিমলিডার হিসেবে জার্মান ভ্রমন করেন। সংগীত বিষয়ে তার গবেষণাধর্মী বই 'দক্ষিণবঙ্গের লোকসংগীত' বাংলা একাডেমি থেকে এবং দুটি পুস্তিকা, একটি পুঁথিও প্রকাশিত হয়েছে। তার নির্মিত ডকুমেন্টারী 'GATS' এবং টেলিফিম 'বাদাবনে বনবিবি'।